মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পর হুমায়ুন পুত্র কি রেজিনগর আসনে উপনির্বাচনে লড়বেন, বড় ঘোষণা করে দিলেন

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুলাই ঃ রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপ নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে সেখানকার মানুষ যা

চাইবেন তাই পাবেন। শুক্রবার রেজিনগরের তকিপুর হাই মাদ্রাসা ময়দানে একটি জনসভায় বক্তব্য রাখতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এমন ভাষাতেই দলের হয়ে ভোট প্রচারের দামামা বাজিয়ে গিয়েছেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর প্রচার সত্ত্বেও রেজিনগর আসনটি 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র দখলে রাখার বিষয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী ওই কেন্দ্রে দলের সম্ভাব্য প্রার্থী হুমায়ুন কবীরের পুত্র গোলাম নবী আজাদ রবিন। বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে নওদা এবং রেজিনগর দু'টি আসনে লড়াই করে জয়ী হন। যদিও পরবর্তীকালে হুমায়ুন রেজিনগর আসনটি ছেড়ে দেন এবং ঘোষণা করেন ওই আসনে তাঁর পুত্র রবিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। আগামী দু-আড়াই মাসের মধ্যেই রেজিনগর বিধানসভায় উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। শুক্রবার তকিপুরের জনসভায় বক্তব্য রাখতে এসে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সেই কথাই ঘোষণা করে গিয়েছেন। এর পাশাপাশি শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, রেজিনগর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে দু'টি ব্রিজ দেব, পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে বাড়ি ফেরাবো , যত আবাস যোজনার ঘর লাগে দেব, দু'হাত ভরে দেব। মুখ্যমন্ত্রীর এই প্রচারের পর আশায় বুক বেঁধেছেন রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি সমর্থকরা। তাঁরা আশাবাদী উপনির্বাচন হলে আসনটি 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র হাত থেকে এবার বিজেপির দখলে যাবে। সূত্রের খবর, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ অধ্যুষিত রেজিনগর আসনটি বিজেপি এবার পাখির চোখ করতে চলেছে। এই কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হলে বিজেপির পক্ষে গোটা রাজ্যে এবং দেশে প্রচার করা সম্ভব হবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষও এবার বিজেপির দিকে ঝুঁকছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীকে দিয়েই রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনের প্রচার বিজেপি শুরু করলো বলে রাজনৈতিক মহলের মত। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরও রেজিনগর কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়ের বিষয়ে সম্পূর্ণ আশাবাদী হুমায়ুন পুত্র, রবিন। শনিবার হুমায়ুন পুত্র বলেন, নিজের দলকে জেতানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর যে সমস্ত কথা বলা দরকার তিনি তাই বলেছেন। এই বিষয়ে আমার কিছুই বলার নেই। কিন্তু উনি গোটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি আমারও মুখ্যমন্ত্রী। তাই নিজের দল জিতলেই রেজিনগরে কাজ করবেন এই কথা ঠিক নয়। উনি তৃণমূলের থাকার সময় থেকেই রেজিনগর বিধানসভা এলাকার মানুষ এবং তাঁদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত। রবিন বলেন, বিধানসভা উপনির্বাচনের ফলাফল যাই হোক আমি চাইবো মুখ্যমন্ত্রী তাঁর কথা মতো রেজিনগরের জন্য দু'টি না হলেও কমপক্ষে একটি ব্রিজ যেন ভাগীরথী নদীর উপর তৈরি করে দেন।' আসন্ন উপনির্বাচনে 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র প্রতীকে নিজের জয়ের বিষয়ে এখন থেকেই নিশ্চিত রবিন। তবে এই বিষয়ে তিনি এখনও বাবা, হুমায়ুন কবীরের উপরই নির্ভরশীল। তিনি বলেন, আমার বাবার প্রায় ৪০ বছরের রাজনৈতিক জীবন রেজিনগর বিধানসভাকে কেন্দ্র করে। এখানকার মানুষের সুখে দু ঃখে আমরা ছিলাম, আছি এবং ভবিষ্যতেও থাকবো। আমার বাবা রেজিনগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্দল প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিত হয়েছেন কিন্তু তাও আমরা রেজিনগরকে ছেড়ে যাইনি। রেজিনগরবাসী আমাদেরকে চেনেন ও জানেন। তিনি বলেন, রাজ্যের বর্তমান বিরোধী দলনেতা থেকেও নেই। আমরা রেজিনগরে জিতলেও বিরোধী আসনেই বসতে হবে। তবে আমরা সরকারের গঠনমূলক বিরোধিতা করবো, অন্ধ বিরোধিতা নয়। হুমায়ুন পুত্র দাবি করেন, রাজ্যে বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে ভাঙন হয়েছে। তবে রেজিনগর বিধানসভা এলাকায় 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'তে কোনও ভাঙন হয়নি। কয়েকজন নেতা বা কর্মী দল ছেড়েছেন এটা ঠিক কথা। দলের কাছে তাঁদের অনেক ধরনের 'চাওয়া-পাওয়া' ছিল। সেই সব কিছু পূরণ না করতে পারার জন্যই তাঁরা দল ছেড়েছেন। তিনি বলেন, আমার বাবা রাজনীতির জগতে বরাবরই বিতর্কিত মানুষ। তাই যাঁরা 'আম জনতা উন্নয়ন পার্টি'র সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা সকলেই বাবার এই 'রাজনৈতিক চরিত্রের' কথা জেনেই যোগ দিয়েছিলেন। নতুন করে আমার বাবার বিরুদ্ধে কারও কিছু বলার নেই। রবিন বলেন , রেজিনগরের মানুষ জানে আমরা তৃণমূলে থাকার সময়ও কোনও ধরনের বেআইনি কাজ বা তোলাবাজির সঙ্গে জড়িত ছিলাম না। আমরা বরাবরই রেজিনগরের মানুষের সুখে-দু ঃখে থেকেছি। তাই রেজিনগরের মাটি কাউকে ছেড়ে দেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এই আসন থেকে আমার বাবা জয়ী হয়েছেন। তাই উপনির্বাচনে আমার সঙ্গে বিরোধী সমস্ত রাজনৈতিক দলেরই কড়া টক্কর হবে। জয়ের মার্জিন কী হবে সেই বিষয়ে এখনই আমি কিছু বলতে পারব না।

মালদা ও মুর্শিদাবাদের গঙ্গাভাঙন রোধে ৩,৬০০ কোটি টাকার মেগা প্রকল্পের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১১ জুলাই ঃ দীর্ঘদিনের গঙ্গাভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানে বড় উদ্যোগ নিল রাজ্য সরকার। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার গঙ্গাভাঙন রোধে ৩,৬০০ কোটি টাকার একটি মেগা প্রকল্পের প্রস্তাব তৈরি

করে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে শুধু মুর্শিদাবাদ জেলায়। বহরমপুরে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে এই ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, গত দু'মাসে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প পর্যালোচনার পাশাপাশি গঙ্গাভাঙন রোধে এই বৃহৎ পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ফারাক্কা থেকে লালগোলা পর্যন্ত হবে ভাঙন রোধের কাজ। মুখ্যমন্ত্রী জানান, ফারাক্কা, ভগবানগোলা, লালগোলা- সহ গঙ্গার তীরবর্তী ভাঙনপ্রবণ বিস্তীর্ণ এলাকায় এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিরোধমূলক কাজ করা হবে। প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে যেসব এলাকায় বিস্তীর্ণ কৃষিজমি, বসতবাড়ি ও পরিকাঠামো নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, সেই অঞ্চলগুলিকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রকল্পের মোট ব্যয়ের ৫০ শতাংশ বহন করবে কেন্দ্র সরকার এবং বাকি ৫০ শতাংশ দেবে রাজ্য সরকার। অনুমোদন মিললেই দ্রুত কাজ শুরু হবে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। তিনি বলেন, প্রায় ২,৫০০ কোটি টাকা শুধু মুর্শিদাবাদ জেলার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ হলে জেলার গঙ্গাভাঙন সমস্যার স্থায়ী সমাধানের পথে বড় পদক্ষেপ হবে। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় আশার আলো দেখছেন ভাঙনপ্রবণ এলাকার বাসিন্দারা। তাঁদের দাবি, প্রতি বছর গঙ্গার ভাঙনে বহু পরিবার ঘরবাড়ি ও জমি হারায়। বিশেষ করে সামশেরগঞ্জ, ভগবানগোলা ও লালগোলা এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে স্থায়ী সমাধানের দাবি জানিয়ে আসছিলেন। স্থানীয়দের মতে, এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে ভবিষ্যতে গঙ্গাভাঙনের কারণে বসতভিটা হারানোর আশঙ্কা অনেকটাই কমবে।

আবর্জনার স্তূপে নাকাল খালপাড়া, প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হলেও মেলেনি সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জুলাই ঃ শহরের ব্যস্ততম এলাকাগুলির অন্যতম খালপাড়া। কিন্তু সেই এলাকার বিবেকানন্দ রোডে পা রাখলেই চোখে পড়ে রাস্তার ওপর জমে থাকা আবর্জনার স্তূপ। দুর্গন্ধ, নোংরা পরিবেশ এবং প্রতিদিনের যন্ত্রণা যেন এখানকার বাসিন্দাদের নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছে। শুধু স্থানীয়রাই নন, প্রতিদিন এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী অসংখ্য মানুষও সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। স্থানীয়দের দাবি, আজকের নয়, গত ২০ থেকে ৩০ বছর ধরে একই ছবি দেখা যাচ্ছে এই এলাকায়। একাধিকবার প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে অভিযোগ জানানো হয়েছে, তবুও স্থায়ী সমাধান মেলেনি। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে ওঠে। আবর্জনার দুর্গন্ধের পাশাপাশি মশা-মাছির উপদ্রব এবং সংক্রমণের আশঙ্কাও বাড়ছে বলে অভিযোগ। স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, এত বছর ধরে একই সমস্যা দেখে আমরা ক্লান্ত। প্রতিদিন বাড়ির সামনে আবর্জনার স্তূপ পড়ে থাকে। শিশু থেকে প্রবীণ-সবাইকে এই দুর্গন্ধের মধ্যে

চলাফেরা করতে হয়। বহুবার অভিযোগ করেছি, কিন্তু স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিয়ে এই সমস্যার অবসান ঘটাক। আরও এক বাসিন্দা কানাই রায় বলেন, এই রাস্তা শুধু আমাদের এলাকার নয়, বহু মানুষের যাতায়াতের পথ। বাইরে থেকে কেউ এলে শহর সম্পর্কে খারাপ ধারণা নিয়ে ফিরে যান। নিয়মিত বর্জ্য পরিস্কার এবং নির্দিষ্ট বর্জ্য ফেলার ব্যবস্থা না হলে এই সমস্যা কখনও মিটবে না। এখন নতুন প্রশাসনের কাছে আমাদের অনেক আশা রয়েছে। এদিকে শিলিগুড়ি কর্পোরেশনের বোর্ড ভেঙে প্রশাসক দায়িত্ব নেওয়ার পর শহরের একাধিক নাগরিক সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। সেই কারণেই খালপাড়ার বাসিন্দারাও আশাবাদী, দীর্ঘদিনের এই সমস্যার দিকেও দ্রুত নজর পড়বে। তাঁদের বিশ্বাস, সঠিক পরিকল্পনা ও নিয়মিত তদারকি থাকলে এই রাস্তা আগের মতোই পরিস্কার ও বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে। এলাকাবাসীর একটাই আবেদন, রাস্তার উপর জমে থাকা আবর্জনা দ্রুত সরিয়ে নিয়মিত বর্জ্য অপসারণের স্থায়ী ব্যবস্থা করা হোক। কারণ একটি পরিচ্ছন্ন রাস্তা শুধু সৌন্দর্যের বিষয় নয়, জনস্বাস্থ্য ও নাগরিক জীবনের নিরাপত্তার সঙ্গেও সরাসরি জড়িত। এখন দেখার, বহু বছরের এই দুর্ভোগ ঘোচাতে প্রশাসন কতটা দ্রুত পদক্ষেপ করে।

মেদিনীপুর মেডিক্যালে স্যালাইন-কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ, পাঁচজনকে শোকজ করল স্বাস্থ্য দফতর

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ জুলাই ঃ মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্যালাইন-কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ স্বাস্থ্য দফতরের। পাঁচজনকে শোকজ করল স্বাস্থ্য দফতর। মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজের স্যালাইন-কাণ্ডে আরও কড়া মনোভাব স্বাস্থ্য দফতরের। তদন্ত কমিটির পরিদর্শনের পরেই হাসপাতালের পাঁচজনকে শোকজ করল রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। যাঁদের শোকজ করা হয়েছে তাঁদের মধ্যে রয়েছেন একজন সিস্টার ইনচার্জ, একজন স্টাফ নার্স, অ্যাডিশনাল মেডিক্যাল সুপার, অ্যাসিস্ট্যান্ট হাসপাতাল সুপার এবং স্টোর ইনচার্জ। সূত্রের খবর, স্যালাইন-কাণ্ডে ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে জমা পড়েছে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট। এরপর স্টোর থেকে ওয়ার্ডে স্যালাইন ডিস্ট্রিবিউশন পর্যন্ত গোটা চেনের সঙ্গে যাঁরা যুক্ত থাকে তাঁদের প্রত্যেককে শোকজ করা হল। এই শোকজ এর উত্তর পাওয়ার পরেই স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে গোটা ঘটনার পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেবে তদন্তকারীরা। পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট হাতে আসার পর এই ঘটনায় বড় কোনও পদক্ষেপ নিতে পারে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, সূত্রে মিলছে এমনই ইঙ্গিত। সব মিলিয়ে গোটা ঘটনায় মোড় কোন দিকে যায় সেটাই এখন দেখার। গত বুধবার মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে মানসী দে নামে এক রোগীকে মেয়াদ- উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। খবর ছড়িয়ে পড়তেই পরের দিন, বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্যভবন থেকে তিন জনের একটি প্রতিনিধি দল হাসপাতালে গিয়ে বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। হাসপাতালে স্যালাইনের স্টক কোথায় থাকে, কী ভাবে ব্যবহার হয়, স্যালাইন কী ভাবে ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে যায়, কারা নজরদারিতে থাকেন, এই সব বিষয়ে খোঁজখবর করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁরা বৈঠক করেন। পরে সেই প্রতিনিধ দল রিপোর্ট পাঠায় স্বাস্থ্যভবনে। সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে পাঁচ জনকে শোকজ করা হয়েছে।

যাত্রী ও সাধারণ মানুষের জন্য আরও মসৃণ সফর এবং দ্রুততর সরবরাহ শৃঙ্খল

কলকাতা , ১১ জুলাই ঃ ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক একটি অভূতপূর্ব পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং আসানসোল ডিভিশন তার অগ্রগতি ও শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার মূল মন্ত্রকে সামনে রেখে উৎসর্গ ও দক্ষতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেওস্করের দূরদর্শী নেতৃত্বে, বিগত সময়ের

তুলনায় জুন ২০২৬-এ এই ডিভিশন সমস্ত প্রধান ক্ষেত্রে অসাধারণ পারফরম্যান্স এবং প্রবৃদ্ধি নথিভুক্ত করেছে। প্রথাগত মালবাহী পরিবহন এবং পরিকাঠামো উন্নয়নের সীমানা ছাড়িয়ে, পূর্ব রেল কেবল অভ্যন্তরীণ রাজস্বই বাড়াচ্ছে না, বরং সরাসরি সাধারণ মানুষের ভ্রমণ অভিজ্ঞতা, ট্র্যাকের সহজলভ্যতা এবং যাত্রীদের সামগ্রিক সন্তুষ্টির উন্নয়নে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিচ্ছে। এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের মূলে রয়েছে স্থানীয় রেলওয়ে টিমের কঠোর পরিশ্রম, যা পরিচালিত হয়েছে আসানসোল ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার সংগ্রহ মৌর্যের নির্দেশনায়। জুন ২০২৫-২৬ এবং জুন ২০২৬-২৭-এর অফিসিয়াল পারফরম্যান্সের তুলনামূলক তথ্যের একটি গভীর বিশ্লেষণে পাঁচটি প্রধান পরিচালন ক্ষেত্রে মানদণ্ড স্থাপনকারী উন্নতি লক্ষ্য করা গেছে। নির্দিষ্টভাবে বলতে গেলে, মালবাহী লোডিং ৪.৩০০৮ মিলিয়ন টন থেকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৮২৮২ মিলিয়ন টনে পৌঁছেছে, যা ১২.২৬ শতাংশের একটি স্বাস্থ্যকর প্রবৃদ্ধি নির্দেশ করে। একই সাথে, আনলোডিং ক্ষমতা ৪.৭৯ মিলিয়ন টন থেকে ধীর কিন্তু স্থিতিশীলভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ৪.৮১ মিলিয়ন টনে দাঁড়িয়েছে, যা প্লাস ০.৪২ শতাংশের একটি ইতিবাচক বৃদ্ধি। এই সফল পরিচালনার ফলে মোট আর্থিক আয় ৩৯৮.৯৩ কোটি টাকা থেকে এক লাফে ৪৯৭.৯৪ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২৪.৮২ শতাংশের একটি চিত্তাকর্ষক বৃদ্ধি। এদিকে, ট্র্যাকে ট্রেন চলাচলের গতিবেগের ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক অগ্রগতি দেখা গেছে-স্টেবিলিং সময় সহ মালবাহী ট্রেনের গড় গতিবেগ ঘণ্টায় ৬.৩৬ কিলোমিটার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ঘণ্টায় ১৩.৭৪ কিলোমিটার হয়েছে, যার ফলে গতিবেগ এক ধাক্কায় ১১৬.০৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই লজিস্টিক সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক যোগ করে, প্রতিদিনের রোলিং স্টকের কার্যকারিতা দৈনিক ২,৩৮৬ টি ওয়াগন থেকে উন্নত হয়ে ২,৪০৮টি ওয়াগনে পৌঁছেছে, যা দৈনিক ওয়াগন রিলিজের ক্ষেত্রে প্লাস ০.৯২ শতাংশের একটি স্থিতিশীল বৃদ্ধি। শিল্পের কাঁচামাল পরিবহনের পাশাপাশি, জুন ২০২৬-এ দুটি বড় মাইলফলক পরিকাঠামো প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে, যা এই অঞ্চলের সাধারণ যাত্রীদের দৈনন্দিন যাতায়াতকে আমূল বদলে দেবে এবং উপকৃত করবে। প্রথমত, কুমারাবাদ রোহিণী স্টেশন সম্পূর্ণভাবে চালু করা হয়েছে, যার অর্থ স্থানীয় যাত্রীরা এখন ঘরের কাছেই উন্নত সুযোগ-সুবিধা, আরও ভালো যাতায়াত ব্যবস্থা এবং উন্নত ট্রানজিট অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন। দ্বিতীয়ত, জসিডি জংশন বাইপাসের প্রথম ধাপের কাজ সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে, যা দূরপাল্লার নিয়মিত যাত্রীদের জন্য একটি মস্ত বড় জয়। ভারী মালবাহী ট্রেনগুলোকে ব্যস্ত প্যাসেঞ্জার প্ল্যাটফর্ম এবং লাইনগুলো সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ করে দিয়ে রেলওয়ে ট্র্যাকের যানজট মারাত্মকভাবে কমাতে এবং ইঞ্জিন রিভার্সালের মতো সময়সাপেক্ষ প্রক্রিয়া দূর করতে সক্ষম হয়েছে। সাধারণ যাত্রীদের জন্য এর সরাসরি অর্থ হলো-কম ট্রেন বিলম্ব, উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত সময়ানুবর্তিতা এবং পুরো নেটওয়ার্ক জুড়ে একটি অনেক বেশি মসৃণ, নিরাপদ এবং নির্ভরযোগ্য যাত্রা। পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, এই মাইলফলকগুলো আমাদের সামগ্রিক বৃদ্ধি এবং শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখার প্রতিশ্রুতিরই প্রতিফলন। দ্রুত গতিতে পরিবহণ করা প্রতিটি টন পণ্য এবং অর্জিত প্রতিটি রাজস্বের টাকা আমাদের সম্মানিত যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ, আরও আধুনিক এবং আরও আরামদায়ক রেল নেটওয়ার্ক তৈরিতে সরাসরি পুনর্নিয়োগ করা হচ্ছে। মালবাহী ট্রেনের গড় গতি দ্বিগুণেরও বেশি করার মাধ্যমে আমরা গুরুত্বপূর্ণ ট্র্যাকের জায়গা ফাঁকা করছি, যা যাত্রীবাহী ট্রেনগুলোর সঠিক সময়ে চলাচল নিশ্চিত করছে। আমরা আমাদের যাত্রীদের প্রতি ধন্যবাদ জানাই তাদের নিরবচ্ছিন্ন আস্থার জন্য, যার ওপর ভর করে আমরা একটি শক্তিশালী পূর্ব রেল গড়ে তুলছি।

প্রবল বৃষ্টির জেরে নদীয়ায় ভেঙে পড়ল বাড়ির একাংশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নবদ্বীপ, ১১ জুলাই ঃ টানা বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জনজীবন। আর তার জেরেই নবদ্বীপ শহরের পোড়ামাতলা রোড সংলগ্ন বাগচিপাড়া মোড় এলাকায় ভেঙে পড়ল একটি প্রাচীন বাড়ির একাংশ। গভীর রাতে ঘটা এই ঘটনার জেরে ভেঙে যাওয়া ইমারতি সামগ্রী ও ইটের স্তূপে কার্যত অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে যাতায়াতের মূল রাস্তা। তবে এই দুর্ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর মেলেনি। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নবদ্বীপের পোড়ামাতলা রোডের এই বাড়িটি দীর্ঘদিনের পুরনো। গতকাল রাত দুটো নাগাদ আচমকাই বাড়িটির সামনের একটি অংশ হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সকালে এই দৃশ্য দেখে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নবদ্বীপ ট্রাফিক বিভাগের আধিকারিকরা। এলাকার এক দোকানদার জানান, সকালে দোকান খুলতে এসে তিনি দেখেন বৃষ্টির জলের তোড়ে নন্দু বাড়ির পুরনো অংশটি ভেঙে নিচে পড়ে রয়েছে। বাড়ির মালিক বিপুল কুমার নন্দু জানান, যে অংশটি ভেঙে পড়েছে সেটি দীর্ঘদিনের পরিত্যক্ত এবং সেখানে কেউ বসবাস করতেন না। ফলে এক বিরাট বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে। তবে রাস্তার ওপর ইট ও ধ্বংসস্তূপ পড়ে থাকায় স্থানীয় মানুষ ও যানবাহন চলাচলের চরম সমস্যা তৈরি হয়েছে। বাড়ির মালিকের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই নবদ্বীপ পৌরসভাকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তবে পৌরসভার কর্মীদের আসার অপেক্ষা না করে জনস্বার্থে দ্রুত রাস্তাটি পরিস্কার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মালিকপক্ষ। এই বিষয়ে স্থানীয় বাসিন্দা জানান, রাতে প্রবল বৃষ্টির কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রাফিক পুলিশ ও স্থানীয়দের অনুরোধে বাড়ির মালিক ব্যক্তিগত উদ্যোগে শ্রমিক লাগিয়ে রাস্তা থেকে ইঁট ও ধ্বংসাবশেষ সরানোর কাজ শুরু করেছেন।

'হাতির জন্য সাবওয়ে' অভূতপূর্ব উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১১ জুলাই ঃ মানুষ- হাতি সংঘাত কমাতে পূর্ব ভারতে এই প্রথমবার বড় উদ্যোগ, তাও আবার বাঁকুড়ায়। হাতিদের নিরাপদ চলাচলের জন্য জেলায় তৈরি হতে চলেছে 'হাতির জন্য সাবওয়ে'। বন দফতর, ভারতীয় রেল এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে। একইসঙ্গে প্রায় ২১ কিলোমিটার দীর্ঘ সৌরচালিত সোলার ফেন্সিং তৈরির পরিকল্পনাও নেওয়া হয়েছে, যা হাতির গতিপথ নিয়ন্ত্রণ এবং জনবসতিতে ঢুকে পড়া রোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। জানা গিয়েছে, বড়জোড়া ফরেস্ট রেঞ্জের লালবাজার টি-পয়েন্ট, গোঁসাইপুর এবং বরিয়ার মাঝামাঝি ইঁটভাটা সংলগ্ন এলাকায় হাতিদের যাতায়াতের জন্য এই সাবওয়ে নির্মাণ করা হবে। দীর্ঘদিন ধরেই এই এলাকা দিয়ে হাতির দল এক বনাঞ্চল থেকে অন্য বনাঞ্চলে যাতায়াত করে। সেই সময় রেললাইন ও সড়কপথ পারাপারের কারণে দুর্ঘটনার আশঙ্কা তৈরি হয়। নতুন এই পরিকাঠামো হাতিদের নিরাপদে চলাচলের সুযোগ করে দেবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা। প্রকল্পের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ২১ কিলোমিটার সৌরচালিত ফেন্সিং। সৌরশক্তি চালিত এই বেড়া হাতিদের ক্ষতি না করেই তাদের গতিপথ নির্দিষ্ট রাখতে সাহায্য করবে। ফলে গ্রামে হাতির প্রবেশ অনেকটাই কমবে এবং মানুষের পাশাপাশি হাতিরও নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে। একইসঙ্গে ফসল, ঘরবাড়ি ও অন্যান্য সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতিও কমবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমি নির্ধারণের কাজ যৌথভাবে শুরু করেছে রেল দফতর, বাঁকুড়া উত্তর বনবিভাগ এবং ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। কোথায় সাবওয়ে নির্মাণ করলে হাতির স্বাভাবিক চলাচলে কোনও বাধা তৈরি হবে না, তা খতিয়ে দেখে পরিকল্পনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পরিবেশ ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের দিকটি মাথায় রেখেই প্রকল্পের নকশা তৈরি করা হয়েছে। বাঁকুড়া দীর্ঘদিন ধরেই হাতির উপদ্রবের জন্য পরিচিত। বিশেষ করে জঙ্গলমহল এলাকার বিভিন্ন গ্রামে প্রায়ই হাতির হানায় ফসল নষ্ট, বাড়িঘর ভাঙচুর এবং মানুষের মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে। তাই মানুষ ও বন্যপ্রাণ-উভয়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক উদ্যোগকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন বন বিশেষজ্ঞরা। প্রশাসনের দাবি, এই প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে মানুষ-হাতি সংঘাত অনেকটাই কমবে। হাতিদের স্বাভাবিক বিচরণপথও সুরক্ষিত থাকবে।

শিশুর মৃত্যু, উত্তেজনা ঘাটালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ১১ জুলাই ঃ দুর্ঘটনায় শিশুর মৃত্যু ঘিরে তুলকালাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটালে। ঘাটাল থানার অন্তর্গত বরদা চৌকান এলাকার ঘটনা। ছোট্ট শিশু দেবাংশু কুলে (৫) মায়ের সঙ্গে বাজারে এসেছিল। বাজার থেকে মায়ের আঁচল ধরে বাড়ি ফেরার সময়ে পিছন থেকে আসা একটি মালবাহী ট্রাক শিশুটিকে পিষে দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় ওই শিশুর। ওই ঘটনায় উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। অভিযোগ, রাস্তার ধারে গজিয়ে উঠেছে একাধিক দোকান। এছাড়াও গাড়ির দৌরাত্ম্য রয়েছে। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ঘাটাল থানার পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। পৌঁছান ঘাটালের বিধায়ক শীতল কপাট। বিধায়কের আশ্বাসে বেশ কিছুক্ষণ পরে অবরোধ উঠে যায় স্বাভাবিক হয় যান চলাচল।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সাধারণকে জ্ঞাত করানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল সৌভিক মণ্ডল, পিতা -শ্রী সুভাষ মণ্ডল, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, মৌজা জামদা, জে.এল. নং- ৩৭০, এল. আর. খতিয়ান নং ৭ /১, ৮৯/ ৬৮১ দাগে ১৬ ডেঃ মধ্যে ১৪.৭১ ডেঃ জমি ঝাড়গ্রাম জেলা ও থানাধীন জামদা সাকিনের অনন্ত পাল পিতা - স্বর্গীয় মদন পাল গত ইং ৩০.০৭.২০১৮ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার-২ পশ্চিম মেদিনীপুর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-09/2018 নং আমমোক্তার দলিলমূলে ঝাগ্রাম জেলা ও থানার অন্তর্গত বলরামডিহি সাকিনের বাসিন্দা শ্রী সুভাষ মণ্ডল পিতা- শ্রী কিরিটি ভূষণ মণ্ডলকে নিযুক্ত করেন আমমোক্তার নামা মূলে শ্রী সুভাষ মণ্ডল গত ইং ১৩.১১.২০১৯ তারিখে ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার-২ পশ্চিম মেদিনীপুর ১৯৫৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে ৮৯ /৬৮১ দাগে ৪.৭০ ডেঃ জমি ঝাড়গ্রাম জেলা ও থানাধীন বলরামডিহি সাকিনের বাসিন্দা সৌভিক মণ্ডল পিতা শ্রী সুভাষ মণ্ডলকে বিক্রয় করিয়াছেন। সৌভিক মণ্ডল নামিত B.L & L.R.O., Jhargram অফিসে নাম পত্তন হইলে তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে তাহা ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে B.L & L.R.O., Jh